সানিয়া সুলতানার কবিতা

চিত্রধরা

চিত্রকরের চিত্রে চিত্রিত ছিলে তুমি, বুঝনি তা হায়
আকিয়াছে এক অন্য তুমিকে গভীর ধ্যানে
সৌন্দর্য তোমার ফুটাইয়াছে সে রঙের ভাষায়,
রূপের রূপান্তর ঘটিয়াছে তোমার তবুও সে ভোলেনি আকিতে তোমায়।
খবর রাখিয়াছে বর্ষে বর্ষে, শতবর্ষের পর
সুন্দরের রঙ লয়ে অসুন্দরকে করিয়াছে রঙিন
যে রূপ আপনার মনে মনে চাহিয়া আসিয়াছ নিয়ত
অথচ পেয়ে ওঠা হয়নি কভুও, হিংস্র প্রাণীরা করিয়াছে ধ্বংস যাহা কিছু, ধ্বংসের
গহনে তব রহিয়াছে যাহা আকাঙ্ক্ষা সকলই
তাহারেও সে ব্যক্ত করিয়াছে।।
তোমারই হিয়ামাঝ হইতে ভাষাখন্ড গুলি,
তোমার দীর্ঘ আর্তনাদ সে দেখিয়াছে।
আপনাকে তোমাতে মিশিয়ে অন্য তুমিতে পরিণত হইয়াছে।
তব ধরা মাঝেই রহিবার আশা জানিয়েছে সে,
জানিনা তুমি চিনিয়াছো কি তারে
বিষন্ন বদন তোমার, হাসি ফুটাইয়াছে সে তাহাতেও।।
সবুজ-তৃণ যেখানে করিয়াছে উচ্ছেদ বক্ষভেদ
করিয়া তব নির্মমভাবে এ রাক্ষসদল,
বাঁধিয়েছে বাসা তাহাদের, কাদিয়াছে যাহাতে প্রাণ তোমার,
স্বার্থে দিয়াছে ঢাকা তাহাদের, অশ্রু কাড়িয়াছে,
যন্ত্রনায় লুটানো মুখ তোমার করিয়াছে রুদ্ধ
তাহা সকলই তোমার মতো করিয়া ভাবিয়া চলিয়াছে, হায় রে চিত্রকর!
তবুও তুমি জানিয়াছো কি না তারে, সে জানে নাহি
নিঃস্বার্থে তবুও আঁকিয়াছে সকল বেড়ি তোমার, হইয়াছে পরম মিত্র
যেন তাহার মাঝে তোমারই হৃদস্পন্দিত হয়।।

লাঞ্ছিত, মূর্ছিত, ধ্বংসিত যাহা, তাহাকে রাঙানোর
ক্ষমতা তো শুধু সেই রাখিয়াছে

ব্যথিত, বেদিত বুকে তোমার রঙ দেবার প্রতিজ্ঞা সে নিয়েছে
যেন তাহার মাঝে তোমারই হৃদস্পন্দিত হয়।।
চিত্রকরের চিত্রে চিত্রিত ছিলে তুমি, বুঝনি তা হায়।।